সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

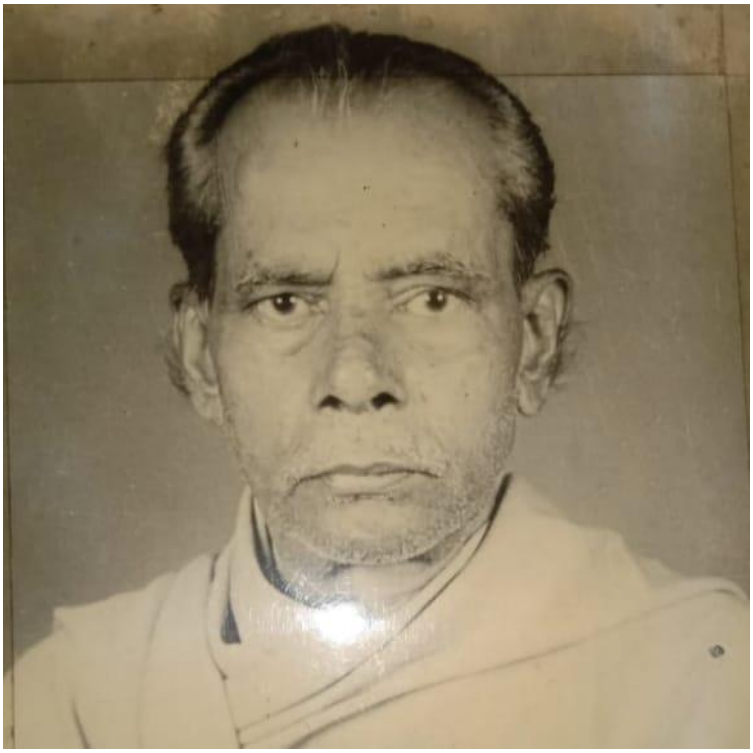

৺শ্যাম চাঁদ ঘোষ

(১৫ই মার্চ ১৯৪৪–১৫ই মার্চ ২০০৪)

BANGLADARSHAN.COM

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

As human beings change
their worn out dress; the
ATMA takes a new body,
leaving the old one.

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিত্বা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বাতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

It neither is, nor was, nor
Would it be. It's eternal, does
not die :- only the body dies.

স্বর্গীয় শ্যাম চাঁদ ঘোষের পুণ্য স্মৃতিতে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
'সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার' কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন:

ক) সীমা ঘোষ (পত্নী)
খ) প্রদীপ কুমার ঘোষ (পুত্র)
গ) শিবানী মজুমদার (কন্যা)
ঘ) সর্বানী ঘোষ (কন্যা)

বেলঘরিয়া, কোলকাতা-৫৬, পঃ বঃ।

একা গেলো

চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
তেমন বাসিনি ভালো, ভুল হয়ে গেছে
বিসর্জন দিতে আজ গরম পাথর
বুক ভেঙে ওঠে
পাথরে পাথরে লেগে জেগেছে চিক্কুর
মুখময় অশ্রু যেন জলপ্রপাতের
প্রসন্ন আদলে গড়া
বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হয়ে যাক্
আকাশ খোলসা হবে
পাথরের ক্রন্দন জরুরি
এ-সময়ে
কাঁদে, ঘিরে ঘিরে কাঁদে
ঘুরে ঘুরে কাঁদে
শবদেহ, মৃন্ময়ীর–
শান্ত শব দেহ
মুখশ্রী সিঁদুরে
গরবিনী
শুয়ে আছে
একাকী, আগুনে ছাই হবে ব'লে
আছে, জীবন বিচ্ছিন্ন
মাটি-প্রতিমার মতো
মৃন্ময়ী, যথার্থ নাম!

চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
তেমন বাসিনি ভালো ভুল হয়ে গেছে
[দীপক চুম্বন করে মৃন্ময়ীর মুখ]

দুহাতের মধ্যে করে মুখশ্রী স্থাপিত

BANGLADARSHAN.COM

[উন্মাদ চুম্বনে ভ'রে প্রয়াত শ্রীমুখ
মাতালের স্খল পায়ে ছেড়ে চলে যায়
চিতা, মাতৃমুখী...
আবার জঠরে]
সর্বত্র গুঞ্জন, ছীঃ ছিঃ একী ছেলেখেলা!
একী রঙ্গরসিকতা, ভাঁড়ামি শ্মশানে?
পবিত্রতা নষ্ট, ভ্রষ্ট চ্যাংড়াদের হাতে!
ডাকো কোতোয়াল, একে বন্দী ক'রে রাখো
শাস্তি দাও, মর্যাদা ভেঙেছে
হাতকড়া লাগাও, ওকে পিছমোড়া বাঁধো
শয়তান, লাম্পট্য ক'রে পার পেয়ে যাবে
আমাদের হাত থেকে?
কবতে নিকেচে!
বলে, বিদেশেও নামী
ঝাঁটা মারি ওই নামে
শেয়াল শয়তান!

BANGLADARSHAN.COM

[মৃন্ময়ীর স্বামী, দিব্য, উঠে এসে বলে:
এখানে গোলমাল নয়, ও ঠিকই করেছে
অধিকার বোধে ঠিকই চুম্বন করেছে
এখানে গোলমাল নয়, ওর ভালোবাসা
আদান-প্রদানে, কখনো বিশ্বাসী নয়
ওকে শক্ত চেনা, শিকড় কীভাবে বুঝবে
উচ্চ বৃক্ষচূড়? বোঝা যায়!
ছেড়ে দাও ওকে, একা
আজ একাকী হলো
ও আর মৃন্ময়ী ছিলো প্রকৃত দুজন
মনে মনে।

টালীগঞ্জে বসে আছে ঝুল বারান্দায়
দিব্য ও দীপক
সামনে আদিগঙ্গাজল কাদা মেখে ঘোরে

জোয়ারে, ভাসন্ত ফোলা কুকুরের মাংসে কাক
মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নেয়।
দূরে পাতা পোড়া গাছ নারকেলের
ডেকলোয় শকুন
গোদা চিল চক্রে উড়ে
স্থানীয় না-জানা ব্যথা
চাগিয়ে ছড়িয়ে দেয় একটানা কর্কশে
অনেক অনেকদিন বসে থাকে দিব্য ও দীপক
এইখানে। মৃন্ময়ীও বসে।
: মৃন্ময়ী শোনাও গান, ভারি মন খারাপ।
: সে তো পারপিচুয়াল, নতুন তো নয়।
: নতুন তো কিছু নেই, দিব্য, তুমি বলো
কীভাবে নতুন হয় প্রকৃত পুরনো
: মিনু, তাও জানে।
ও শুধু তোমার সঙ্গে তর্ক করে সুখী।
: মৃন্ময়ী সমস্তে পায় সুখ।
আশ্চর্য প্রতিভা ওর–
সুখ শান্তি নিংড়ে আনে এমনও কি ঘোরা গঙ্গা থেকে
: নিংড়ে আনা আর্ট মশাই, সবাই পারে না।
: তাই–তো তোমাকে ভালোবাসি
এত্তোখানি [হাত-ফাঁকে দেখায়]
: মরে যাই, মরে যাই...
ভালোবাসা খুচরো পয়সা নাকি
খালধারে কলমী দাম, হিঞ্চের দঙ্গল
এতো শস্তা! বলে দিলে হলো!

বাড়িতে মৃন্ময়ী নেই, দাগ রয়ে গেছে

কাঁচামিঠে পথে যেন শকটের দাগ
বলে গেছে, কোন্ দিকে? ক্ষুৎ পিপাসায়
নয়, কোন কাজে কর্মে এবং অকাজে
সহজ যাবার দাগ, তেমনি মৃন্ময়ী

BANGLADARSHAN.COM

দাগ রেখে চলে গেছে ভিতরে-বাহিরে
দেয়ালের ঘুঁয়ে-খসা সে ভীষণ দাগ
ইঁট সরে গেলে পাংশু ঘাসের তল্লাট
যেমন হা হা-য় ভাসে, তেমনি সংসার
রক্তহীন, প্রাণশূন্য, স্বজনরহিত!

[আলোচনা করে, যাবে, সে-বাড়ির দিকে
আসন্ন কাল বা পরশু, ফুরসুত মতন
যেতে হবে।
মৃন্ময়ী হঠাৎই গেছে অগোছালো করে।
কিছুটা গোছাতে হবে, জীবিতেরা চায়!
মুছতে হবে পদছাপ, হস্তাবলেপন
নানাস্থানে, পেটিকোট শাড়ি জামা সবই
গুছিয়ে তুলতে হবে, তোরঙ্গেতে ওর,
ডালায় লিখতে হবে–মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী
রাখতে হবে ভাঁজে ভাঁজে শংসাপত্র, চিঠি ও কাগজ
ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্য, চশমা ঘড়ি, রঙিন রুমাল–
এইসব।]

BANGLADARSHAN.COM

: দিব্য, কেন নিজেকে জ্বালাবে?
: জ্বলতে দাও, জ্বলছে মৃন্ময়ী।
: জীবন্ত জ্বলেনি
: পাপক্ষালন হোক, যদি হয়, অন্যথা করো না
অন্তত কয়েকটি মাস, দু-এক বছর
বুকের ভিতরে চিতা বাতাস নাড়ুক
পারে তো ওড়াক ছাই, পোড়াক সুস্থিতি
বেওদণ্ডী করে দিক মৃতা যাযাবরী
দূর থেকে
জানো, দেখেছিলো ফ্ল্যাট, ছোট্ট ছিমছাম
দক্ষিণের দিকে
পরিকল্পনা ছিল ছবিতে সাজাবে
টেরাকোটা ইঁট এনে বসাবে দু' দেয়ালে

অর্কিড ঝোলাবে থামে পোর্সেলিন-টাবে
ইস্কুলের চাকরি ছাড়বে, রঙের সমুদ্রে
ব্রেস্ট স্ট্রোক দিতে দিতে ভেসে যাবে একা
সাফল্যে, সুদূরে।
বলেছিলো, কথা দাও, তোমরা দাঁড়াবে
সমুদ্রের তীরে এসে, সারিবদ্ধভাবে।
জানো, একা কোনো কিছু আমার লাগে না
ভালো।

সুতরাং, একা চলে গেলো
বসন্তের কূটকচাল
লাগাতে পারবে না ভালো, এই ভেবে, একা চলে গেলো
বলেও গেলো না।
বড় বেশি বাঁচতে চেয়েছিলো ব'লে
চলে যেতে হলো।
যেতে এ ভাবেই হয়
চাও বা না-চাও
একা গেলো, দোসর নিলো না।

BANGLADARSHAN.COM

বাইশ বছর পরে

এক একটি সকাল দেখে মনে হয়, অনির্বচনীয়
দিন খুলে-মেলে ধরবে ক্ষণগুলি পাতার মতন
এই মনে হওয়া কোনো কারণ জানে না
শুধু অনুভব করে আক্রান্ত রোদ্দুরে
অংকুর আসার মতো উৎসব সংকেত
অকস্মাৎ।
মন হয়ে ওঠে রংমশাল!
অথচ গলিতে পড়ে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো রোদ
প্রতিদিন, ইতস্তত, যেন জমাদার নিয়ে যাবে
ঝাঁট দিয়ে হাত-কোদালে জঞ্জাল সমেত।
সামনের দেওয়াল জেলের পাঁচিল
এলা রং গিয়ে অবহেলা রং-এ সমান উদ্ধত।
পাশেই নগণ্য বাসা, বারোয়ারি ঘুম থেকে
লেগেছে এখনি।
কলের জলের শব্দে সুদূর ঝর্নার
ঝরা ও মধুটে স্মৃতি, পিঁপড়ের ব্যস্ততা
ঘর থেকে টপকে যায় রেশনে বাজারে
প্রাণ ধারণের জন্যে পায়ে পায়ে গলির জীবন
পথে। ধীরে ধীরে। পথে।
আজ একটি সকাল দেখে মনে হয়, সুঘটনা কিছু
ঘটতে চলেছে, ঘটবে। আকাশের কপাল লিখন
পড়তে পারছি অনায়াসে, অথচ কারণ জানা নেই।

[আপিসে নানান কাজে ব্যতিব্যস্ত, বেলা চারটে বাজে।
মামুলি খবর নিয়ে কাগজ প্রস্তুত
পথ-দুর্ঘটনা নেই, চুরি ও ছিনতাই
আছে, শিলান্যাস করতে মুখ্যমন্ত্রী গেছে
দার্জিলিং।
দৈনিক হত্যার কোপে গৃহবধূ নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

মামলার ডিটেল আছে। অশোক মিত্রের
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি আর সভাসমিতির
কলামে ‘কবির সঙ্গে একটি সন্ধ্যা’ নিয়ে বিজ্ঞাপন!
রিসেপশন থেকে ফোন: অমিতাভ বসু।
উপরে পাঠিয়ে দিন।
কোন্ অমিতাভ?
কতগুলি অমিতাভ সচল রয়েছে?
বাল্যের অমিত এসে প্রৌঢ় অমিতের
গা গতরে ধাক্কা মারে, ঠেলে ফেলে দেয়।
প্রকৃত কে অমিতাভ, দেখলে, টের পাবো
নিশ্চিত।]
আরে, তুমি অমিতাভ, দীর্ঘদিন বাদে
কী ব্যাপার? ভালো আছো? শুনেছি জামার্নি
গিয়েছিলে, তারপর...?
অমিতাভ: তারপর, এখানে, পুরনো জায়গাতে আছি।
তোমার এখানে সপ্তায় দুবার আসি, মনে আসতে হয়
অবশ্য, সন্ধের আগে আসতে পারি না
তুমি তো চারটেয় যাও। খবর নিয়েছি।
তারপর, শরীর...?
–আছে কোনোমতে।
মহেন্দ্র দত্তর ছাতা জোড়াতালি দিয়ে আর
সুনামে যদ্দিন যায়। বাড়ির খবর?
অমিতাভ: [জনান্তিকে। এখনো ভোলোনি?
বাড়ির খবর মানে, জানতে চাও, সুতপা কেমন?
কী যে লাভ শুনে, ভালো আছে!
ভালোই থাকবার জন্যে জন্মেছিল।–
তাই ভালো আছে, এ কথা যাবে না বলা।
খুব ব্যথা পাবে।
কিশোর বেলার প্রেম খুবই ব্যথা পাবে।
সুতপা, শুধুলে বলে–এতোটা জানতো না,
হতে পারে। লাজুক মানুষ

BANGLADARSHAN.COM

এই বিশ্বজিৎবাবু, হয়তো স্পষ্টত
কখনো বলেন নি কিছু, চাহনি বলেছে
ব্যবহার ধরা দিয়ে গিয়েছে নিশ্চিত
বহুবার।]
বাড়ির খবর ভালো। সুদিদি এসেছে।
–কোথায়?
আজ দিনটা আছে। কাল চলে যাবে।
ওর খুব ইচ্ছে, যদি তুমি আসতে পারো
আমার বাসায়। রাত্রে খাবে।
এখন, বিশেষ করে সে জন্যেই আসা
বলেছিলো, দেখা করতে আসবে নিজে তোমার আপিসে
–সে কী! আমি যাবো, বলো
সুধন্য এসেছে?
–না, দিদি একলাই।
দুদিন দিল্লিতে ছিলো।
ভোরের ফ্লাইটে কালকেই পৌঁচেছে এসে
এসেই বলেছে, যদি পারে–
না পারলে আমিই যাবো।
কাল চলে যাবে। আমার ঠিকানা–
নাও, ওদিকে তো গেছো
ফুলবাগান মোড় থেকে প্রথম ডানহাতি
দু-তিনটে বাড়ির পরে–
নাকি, নিয়ে যাবো?
বলো তো ছুটির পর তুলে নিতে পারি
–তাহলে ভালোই হয়।
অফিসে থাকবো না,
খানিকটা এগিয়ে থাকবো–
অমুক বইঘর, তুমি এসো
কিছু কাজকর্ম আছে
তুমি এলে তখনি বেরোবো
ঠিক আছে।

BANGLADARSHAN.COM

বাইশ বছর পর দেখা হবে। সুতপাই পারে
এমন বিচ্ছিন্ন ডাল জোড়া দিতে! কাজেও লাগবে না
জেনে, কী কারণে আজ ইচ্ছা হলো একান্ত দেখার?
অর্থ বোঝা ভার, তবু দেখা দিতে হবে।
যদি দেখা না-ই দিই, কোথাও পালাই!
পালাতে বা কেন হবে? যদি ঠিকানায়
না গিয়ে কোথাও যাই, অমিত পাবে না
হদিশ সন্ধ্যায়, তবে একা ফিরে যাবে
যেভাবে প্রত্যেকদিন যেতে হয়, আজ কিছু আলাদা
গৃহ পরিবেশ তার।
বাইশ বছর বাদে সেখানে একজন
আরেক জনের দেখা পাবে বলে অপেক্ষায় আছে।
কীভাবে নিশ্চিত জানে আজ দেখা হবে
বাইশ বছর বাদে দেখা হওয়া এতোই সহজ
সেদিনের মতো?
BANGLADARSHAN.COM
কিন্তু, ও তো নিশ্চিন্ত রয়েছে।
কীভাবে এমন জোর পেয়ে গেছে সুতপা, কিছুতে
বোঝার উপায় নেই। দেখতে যেতে হবে।
[বইঘর। টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্তর বই কয়েকটি কলম।
অতসী কাচটি যেন পেপারওয়েট
সংশোধন করতে-করতে বিশ্বজিৎ চকিতে তাকায়
বাহিরের দিকে। সন্ধ্যা তখনো নামে নি।
আলো আছে।
অন্যদিনকার মতো সংশোধন মগ্ন হওয়া কিছুতে যাচ্ছে না
তাল-ছন্দ কেটে যাচ্ছে মনস্ক কাজের।
টেবিল ল্যাম্পের আলো জ্বেলে দেয়, মুহূর্ত নেবায়
মুহুর্মুহু সিগারেট জ্বলে ওঠে। মরে ঘাড় গুঁজে
অ্যাসট্রে উপচিয়ে পড়ে ছাই, তামাকের গুঁড়ো আর
অসহিষ্ণু আঙুলে কাগজ।
পদশব্দ। আসে অমিতাভ।
অমিতাভ: দেরি আছে?

–এই হয়ে এলো। চা খাও তত্‌ক্ষণ?

–বলো। খুব দেরি হবে?
–মোটেই না। আচ্ছা, অমিতাভ
সুতপা এখনো বই পড়ে?
তাহলে কয়েকটি বই নিয়ে নেবো।
চেয়েছিলো ‘ডান’
তখন পারিনি দিতে, আজ পেয়ে গেছি
জানি না এখন ডান ভালো লাগবে কিনা
বয়েস হয়েছে।
–পেয়েছো, নিয়েই নাও,
তোমার দু-একটা বই নেওয়া যেতে পারে?
আমাকে তালিকা করে দিয়েছিলো
আনতেও দিয়েছি, সরাসরি লেখকের হাত থেকে
পেতে ভালো লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

[দোতলার বারান্দায় ঝুলে ছিলো মুখ,
ঠিক তার নিচে থামলো গাড়ি।
বাইশ বছর বাদে অপেক্ষার শেষ।
দুখানি কপাট খুলে দাঁড়ানো স্বভাব
সুতপার
আজও! তেম্‌নি আছে।]
–কী ব্যাপার? ভালো আছো?
অবাক লাগছে, না?
–একটু তো লাগছেই।
কিন্তু, ঘরে যেতে দাও
সিঁড়ির উপর থেকে বিদায় জানাবে
ডেকে এনে?
–[সরে গিয়ে] খোকা বই এনেছিস?
–ঠিক সময়ে পাবে,
ব্যস্ত কেন?
বাইশ বছর পরে ব্যস্ততা কীসের?

[সকলের অট্টহাস্য, মূলে ম্লানভাব]

–তারপর, কেমন আছো

চার বছর আগে একবার

কলকাতায় একদিনে তোমার আপিসে

অন্তত বিশবার ফোন করে-করে ক্লান্ত হয়ে গেছি

...সাহেব মিটিং-এ

এই ছিলেন, এই নেই...

কী ব্যস্ত-সমস্ত

মানুষ হয়েছো তোমরা

কী কেজো মানুষ! ভয় করে।

খোকা ঠিক ধরে ফেললো আজকে তোমাকে

কী কপাল ভাবো?

–কার ভাগ্য ভালো?

–রক্ষা করো, বলো দুজনের।

–ঠিক তাই। তাই বলা যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

[ততক্ষণে অমিতাভ গেলাস সাজালো

টেবিলে পরের পর।

‘স্বাস্থ্যপান করো’ তোমরা একে অপরের,

দিদি, বরফ বসেনি, তুই

জল দিয়ে খাবি?

বয়েসে জলই ভালো, সোডা ভালো নয়,

বিশ্বদা, কী খাবো, সোডা?

অনীতা এসেছে।

‘এই তো খোকার বউ’ বিশ্বদা দ্যাখেনি,

ও তোমাকে চেনে।

তোমার লেখার ভক্ত হনুমতী ও-ও একজন।

দ্যাখো সশরীরে আজ তোমার সম্মুখে–

দেবী, পদ্য হচ্ছে...?]

–আমায় ডেকেছো কেন,

কোনো কাজ আছে?

–আছে বাপু, কাজ আছে

ছটফটাচ্ছো কেন?
এখনি উঠতে হবে?
সময় দেবে না...
–সময় দিই নি, এই অপবাদ দিতে
তুমি তো পারবে না, আর
যে পারে পারুক
–দিয়েছিলে।
সত্যিই দিয়েছো,
একদিন...
[অমিত বিধ্বস্তভাবে তাকায় চারদিকে,
অনীতা ইশারা করে,
দুজনে প্রগত অন্য ঘরে]
–বিশ্ব, মনে করো পাখি ভুল করেছিলো
সেদিন খাঁচাটি ছেড়ে।
বিশ্বস্ত বাসার সমাদর ছেড়ে পাখি
ভুল ক'রে বনে
মুক্তির আনন্দে ধারাস্নান সেরে নেবে–তাই
বনে গিয়েছিলো
–এ কথা সঠিক নয়, কিন্তু, কী দরকার
বিষণ্ণ, স্মারক সেই সময় জাগানো
এতোদিন বাদে?
এইই ভালো ডাক দিলে
আমিও এসেছি।
ভালো লাগছে,
তুমি ঠিক সেরকমই আছো
বদল হয়নি কিছু
–স্তোক দিচ্ছো?
পুরো বদলে গেছি
ফুসফুসে বাতাস আজ যথাযথ পাই না কিছুতে
কষ্ট হয়
যা কিছু এসেছি ফেলে

BANGLADARSHAN.COM

তার জন্যে ভারি কষ্ট হয়
–কিন্তু যা পেয়েছো, তা তো কম নয় সুতপা, কখনো
আক্ষেপ করো না,
তাতে কষ্ট বাড়ে।
আক্ষেপবিহীন বাঁচা প্রকৃতই বড়ো
সবকিছু চেয়ে পেলে
কোনো লাভ নেই।
না-পাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে দিগ্বিদিকে যাবে
জীবনের ধর্ম এই।
ভারি কথা হলো...
[সুতপা নিমগ্ন হয়ে চোখ বন্ধ করে]
–কে আলো নেভালো? খোকা,
এমন করে না।

অমিতাভ: দূর ছাই, এইখানে কোম্পানি নেবায়
ঠিক প্রয়োজন মতো, ক্লাইম্যাক্সে উঠেই...
–অত্যন্ত ফাজিল তোরা, চলো বারান্দায়
এখানে ভূতের মতো অন্ধকারে
বসাই কঠিন
–চলো
[ছাদের কার্নিশ থেকে চাঁদ দেয় সুতপাকে আলো
যতটুকু প্রয়োজন।
বাইশ বছর ভরা বেদনার মতো আলো সুতপাকে দেয়
চাঁদ, কলকাতার চাঁদ...
ভোলেনি কিছুই।
ঝুলবারান্দার কোণে বাগানবিলাস ফুলে
মারাত্মক মঞ্চ তৈরি হয়,
দুই কুশীলব স্থির, চিত্রার্পিত।
সুতপার হাতে বিশ্বের দু'হাত চলো চলচ্ছক্তিহীন]

–তোমার লেখায় কেন এত অভিযোগ?
ক্ষমা কি পাবার নয়?

BANGLADARSHAN.COM

চেষ্টা করে দেখো।

–চেষ্টা করি, তবু এসে যায়

বারবার চেষ্টা করি, তবু এসে যায়

তুমি ক্ষমা ক'রো

[সুতপার চোখে জল।

বিশ্ব দ্যাখে, বারণ করে না

জল-ঢল নামতে থাকে বুকের উপরে।

বিশ্ব দ্যাখে, বারণ করে না

কেঁদে যদি পরিচ্ছন্ন হয়

হোক]

–বাইশ বছর পরে দেখা হলো, সুতপা, আবার

কবে দেখা হবে?

–তুমি বলো

–এলে দেখা হবে, যদি ডাকো

চিতা থেকে উঠে আসবো

যদি তুমি ডাকো

BANGLADARSHAN.COM

–কাজ থেকে?

–কাজ থেকে আসবো অকাজে

আজকে সন্ধ্যার মতো।

তুমি ভালো থেকো।

একাকী

দেবদারুবীথির ছল ভেঙেছে উইলো ও সিলভার ওক।
ঝাউ ইতস্তত, আছে নানান ক্রোটন, নেবুঘাস...
মাঝখানে পথ গেছে দুপাশের কবর সাজিয়ে
দেয়াল পর্যন্ত, মানে আধমাইল নিস্তব্ধ দুপুর।
রঙিন ঝিঁঝি ও প্রজাপতি বসে ফুলে ও পাতায়
দুরন্ত, পাখায় করে ব্যতিব্যস্ত মৃতের ময়দান।
জীবিত রয়েছে বলে প্রয়াতের প্রতি ব্যবহারে
এ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয়, ওড়ার অভ্যাস, খেলাচ্ছল।

নিরুপম-তপতীর স্বেচ্ছানির্বাচিত বেড়াবার
জায়গা এই, নিরিবিলি, জীবনের আতিশয্য নেই
শানপাথরের কোলে শুকনো পাতা পিছু ঘষ্‌টে চলে
তন্ময়তা ভেঙে দিতে এরকম শীতল আওয়াজ
বনের গভীরে ঘটে—বহুরূপী ঝটিতি পালালে
পাতার ভিতর। শানে মুখ তোলে শুকনো পাতাগুলি,
নিরুপম তপতীর দিকে চেয়ে হাস্যপরিহাসে
এবং নিজস্ব ভাষা সাংকেতিকে, ছাতারে পাখির
মতন কী কথা বলে, লাফ মারে তিড়িং-বিড়িং!
ঘুমন্ত এ-প্রেতপুরী এসব আওয়াজে আধো জাগা,
তপতী ও নিরুপম আধো আলো, আধেক ছায়ায়
বসে আছে ঠেস দিয়ে পুরাতন দেবদারুগুঁড়ি।

—তপতী, ঘাসের বীজ থেকে ঘাস গজাতে দেখেছো?
—ছত্তিরিশ নম্বর বাসে কী প্রচণ্ড ভিড় ছিলো কাল!
প্রথমটা না ধরলে হতো, মনে হলো তোমার বন্ধুরা
অপেক্ষায় আছে, বেশি দেরি হলে শাপান্ত করাও
অসম্ভব কিছু নয়, কোন্‌খানে নেমন্তন্ন ছিলো?
আমার বাবার ছবি ঘরে নেই, জানি না কখনো
তোলা হয়েছিলো কিনা। সেজন্যে আক্ষেপ করা আজ
যদিও সাজে না, তবু, বোকামি, চালাক লোকে করে।

BANGLADARSHAN.COM

তপতী, নিশ্চয় আছে। এবং জীবিত ব্যারাকপুরে।
একদিন চলো, গিয়ে ছবি তুলে আসি তোমার বাবার?

–হস্টেলে বিচ্ছিরি খাওয়া। আবহাওয়াও অতীব করুণ।
রোববারে চলে এসো, বিকেলের দিকে
দুপুরের সবজি-ডাল একটু রেখে দেবো
খেয়ে দেখো। মানুষে পারবে না
খেতে, বা খাওয়াতে!

–পাটনায় থাকতেন ওঁরা। যেহেতু, মাতাল
আসাই বারণ ছিলো।
দাদুর কড়ার, আমাকে মানুষ করে তবেই পাঠাবে!
তার পূর্বে দেখা নয়, পিতাপুত্রে যোগাযোগ নয়
এমনও কি চিঠিপত্র চালাচালি নয়
কী অসহ্য কষ্ট বলো পুইয়েছে নওল বালক
গ্রামে, গাছপালা নিয়ে, ইটকাঠ কড়িবরগা নিয়ে!
–তোমার বন্ধুটি বেশ, কথা বলে, যেন হাঁস দেয়
স্বচ্ছন্দ সাঁতার
জলে।
কথা বলে মনে হয় ওর
প্রতিটি বাক্যই বেশ আগে থেকে তৈরি করা ছিলো।
দেখা যে নিশ্চিত হবে–জানা ছিলো তাও!
–গাঁয়ে তো ছিলুম রাজা, কলকাতায় ভিখিরি হয়েছি!
দাদু মারা গেলে পর, তিন কিশোরীর পায়ে পায়ে
ঘুরেছি বারান্দা থেকে ঘরে-বাইরে সজিনা মায়ায়।
তিনজন তিনরকম, ছোটোবড়ো, খেলায় নিপুণা
খেলায় রকমফেরে ধীরে ধীরে পুরুষ হয়েছি।
একথা বলার অর্থ, সব কিছু তোমার জানার
অধিকার আছে। আমি শিশু নই, শৈশবের ছিটে
ছিটকোকিলের মতো গায়ে লেগে আছে
আশা করি বুঝতে পারছো?

–একদিন কৃতাঞ্জলি, দুহাতে মুখের

BANGLADARSHAN.COM

চেহারা গালের কাছে তুলে কিছু চুমু খেয়েছিলো।
এঁটোকাটা আমি গিয়ে নর্দমাতে ফেলি।
সুতরাং, কলঘরে গিয়ে মুখ ধুতে-ধুতে-ধুতে
শরীর শীতল হলো, কিন্তু যে-আগুনে
পুড়ে গিয়েছিলো ঠোঁট এবং দেহের অর্ধখান
সে-আগুন নেভাতে পারিনি
আজো জ্বলছে।
—পকেটে চকলেট আছে। খাবে নাকি? সিগারেট খাই?

—আমার নিজের মাও অতিবিবাহিত!
অর্থাৎ, বাবার সঙ্গে বনিবনা না হবার পর
তিনিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, সুখেই আছেন।
যোগাযোগ আছে। প্রতি রবিবার হস্টেলে আসেন
ঘরের বর্ণনা দিই। বাগানের পাশে,
নেবুডাল আঁচড়ে দেয় খোপকাটা জাল
ফুল কিছু গন্ধ দেয় বাসর সাজাতে—
নিষিদ্ধ বাসর।

BANGLADARSHAN.COM

যে-মেয়ে প্রথম রাতে আমার বিপ্লবী
করে তোলে, তার নাম? না বললাম নাম।
ধরো ক খ গ ঘ কিংবা ঙ ঞ
য র ল ব হ
ণ-ত্ব ষ-ত্ব বিধানের মধ্যে
কামকুপিতা হরিণী

—দিদিমার কাছে যাই প্রায়ই রবিবার
গড়পার।
দেয়ালের ধার থেকে মাঠকোটা শুরু
একটানা বস্তি জুড়ে বাজে ট্রানজিস্টর
আজানের ধ্বনি খোঁজে ধর্মপ্রাণ কান
যদি জোটে।
মোটের উপর, একটা দিন
হস্টেল জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, ঘরে।

–তপতী, তোমার জন্যে একটা কাজ আছে
কিছুদিন করে দেখবে, ভালো লাগে কিনা?
দক্ষিণী ইস্কুল, ফলে, কেপ্‌পনের জাসু,
পয়সা আছে, দিতে হাত কাঁপে
বলো তো, যাচিয়ে দেখতে পারি।
একবার জীবন থেকে উশিখুশি ভাব
চলে গেলে, ফেরানো কঠিন।
প্রকৃত রঙিন দিন কেটে গেলে পরে
ভূতের মতন দিন আসে দিন যায়
ভবিতব্যহীন দিনগুলি।

–বাগানের জ্যোৎস্না আসে গুটি গুটি গোসাপের মতো
ঘরে, বামপ্রান্তে দুটি সর্বনাশা মোমের নরম
বল, মেটে খয়েরের এক পোঁচড়া কে তাতে লাগাল?
শ্বাসরুদ্ধ এ-জিজ্ঞাসা নিয়ে খল-ঘুমের ভিতরে
আমার নিষ্ক্রান্ত ঘাম, গরম নিশ্বাস
নদীর নুনের নখে পাড় ভেঙে পড়ে অকস্মাৎ
ওলোটপালোট হয় জলে ও মাটিতে
ধুন্ধুমার কাণ্ড হয় জলে ও মাটিতে
জিবে কী প্রচণ্ড স্বাদ, জ্বালা ও কামড়–
তারা খসে পড়ে ব্যতিব্যস্ত নেবুবনে
–আমার প্রথম পাপ!
উচ্চাশা আমার নেই।
এম-এ পাশ করে
যেমন-তেমন হোক চাকরি নিয়ে নেবো
অন্যের সাহায্য নয়, নিজেই দাঁড়াবো
ছোটোখাটোভাবে।
–সেই থেকে প্রতিদিনই মারাত্মক খেলা!

প্রতি রাতে বড়ো হওয়া, বুড়ো হয়ে যাওয়া
অভিজ্ঞতা
ভয়, দুঃসাহস, কাঁধে তুলে স্তম্ভ মৃত্যুর আক্ষেপ–

BANGLADARSHAN.COM

বাম স্তনভূমি জুড়ে একা, অকিঞ্চন
লোম!
কবরে বিলিতি মাটি ইটের উপরে
রেখে, কোন্ রাজমিস্ত্রি চোখের জলের
মিশেলে তুলেছে গেঁথে চৌকির মতন
মৃতঘর, বুকের উপরে!
অদূরে মাইকেল-মূর্তি, স্তম্ভের পা ছুঁয়ে
শুঁটকো চীনে গাঁদা ফুল, রজনীগন্ধার
ততোধিক শুকনো ডাঁটি। পুজো ছিলো কবে?
মনে নেই। ছুঁড়ে ফেলে কাঠিহীন খোল
হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে, কিনে নিয়ে আসি
দেশলাই, দু মিনিট, ভয় পাবে না তো?
তপতী মলিন হেসে বলে, বাবাঃ এতোশত পারো
আমি বসছি, তুমি যাও, পারো তো বাদাম
নিয়ে এসো, ঝালনুন বেশি করে এনো।
BANGLADARSHAN.COM
বাদামের খোঁজে গেছে কিছুটা সময়
অযথা খরচ হয়ে, রণপায়ে চলেছে
নিরুপম।
কিন্তু, ওকি? ঠিক তার মতো
অন্য একজন বসে তপতীর পাশে!
দুজনে কৌতুকে ভেঙে পড়ছে যেন ঢেউ
হাসি হাসি রাশি রাশি পড়ছে ছিট্‌কিয়ে
সোডার ফেনার মতো।
বিমূঢ় কদমে দু পা, আরো দু পা
তারপরে স্থির
নিজেকে লুকিয়ে রাখে বকুল গুঁড়িতে।
উৎকর্ণ কানের পাশে হাতবোমা ফাটে...
দুতিন বছর গেলো লুকোচুরি করে
অকারণ।
শোনো

স্পষ্ট কথা, আমি শুধু খেলাধুলো
পছন্দ করি না।
একটা সিদ্ধান্তে এসো এবং এখনি।
বিয়ে যদি করতে হয়, করাই দরকার,
এবং এখনি।
তপতী, জবাব দাও, বিলম্ব করো না।
ভাবছো, চালাবো কীসে? না খেয়ে মরবো না
মরণেচ্ছু লোক মরে, মানুষ মরে না।
দুজনেই টিউশনি করাবো, সামান্য রোজগার
আছে তো আমার? আমি ও নিয়ে ভাবি না।
ভাববো ছেলেপুলে হলে, তার আগে বিবাহ
অত্যন্ত জরুরি।
–এ কী, ঘোড়া চেপে নাকি!
হঠাৎ হলোটা কী রে? গাঁজা টানলে নাকি?
বুঝেছি, সেজন্যে দেরি, বাদাম কোথায়?
পাওনি? সত্যিই হাঁদা, মোড়ে গেলে পেতে–
চলো উঠি, সন্ধে হলে সুন্দর জায়গাটা
কীরকম চেপে বসে বুকের উপরে।
তোমার এমন হয়?
শাড়ি থেকে ঘাস ঝেড়ে তপতী দাঁড়ায়
কাঁধে ব্যাগ, হাত বাড়ায়, সেই হাত ধরে
অতি-নিরুপম ওঠে, ঘনিষ্ট দাঁড়ায়
চকিতে চুম্বন করে, দূরে সরে আসে।
কপট রাগের সঙ্গে মেশে স্পর্ধাভরা
দমকে দমকে হাঁটা, তপতী এগোয়,
আক্রমণকারী পিছে।
সন্ধ্যা নেমে আসে,
আগলপাগল হাওয়া চূড়া বেয়ে নামে
গাছ থেকে।
বকুলে হেলান দিয়ে আরেক বকুল
ভূতপূর্ব নিরুপম,

BANGLADARSHAN.COM

দ্যাখে ডালাখোলা সামনের কবরখানি
অন্যথা করে না, সোজা ঢুকে যায়–
ঝাঁপ বন্ধ করে,
একাকী, ভূমধ্য থেকে,
শিয়রে বাদাম, ঝালনুন।

BANGLADARSHAN.COM

স্বীকারোক্তি

(মধ্যবয়সী ডাক্তার। গলায় স্টেথো॥ দুই ভদ্রলোক আর এক
মহিলাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখাচ্ছেন। শূন্য জাল ঘেরা ঘর
দেখিয়ে বললেন) : ময়ূরও তিনটি ছিলো। অসাবধানতায়
দুটি উড়ে গেছে ভয়ে,
তৃতীয়টি কুকুর কামড়ে।
এক হিসেবে, মনে ভাবি, ভালোই হয়েছে
ঘোষপত্র দিতে হতো, পরন্তু লাইসেন্স
নিতে হতো সরকারের কর্মশালা থেকে
কারণ, জাতীয় পক্ষী, কীভাবে রয়েছে
দেখার দরকার। যেন হেনস্তা না করে
কেউ এই পাখিদের।
(রাজহাঁসের ডাক) রাজহাঁস রয়েছে
বেতো রুগী এর ডিম খেয়ে ভালো আছে
দীর্ঘদিন। দিশি মুরগি আছে আর গরু
দুটো স্থূল ভেড়া আছে আর গাছপালা
ফলের ফুলের।
নারকেল সুপুরি এনে আমি বসিয়েছি
বাদাম হরেক, চিকু, আম জাম সবই
রামফল সীতাফল থেকে পেয়ারা ডালিম ফুলের
নিকটে, কাছে এনেছি বকুল কৃষ্ণচূড়া
রবারের গাছ টবে ছোট করে রাখা
–বনসাই লাগে না ভালো, শুধুই শখের
জন্য এই নিষ্ঠুরতা লাগে না
ভালো।
কেমন লাগছে পরিবেশ? জানি, প্রাকৃতিক খুবই!
ঘর ছেড়ে বেরুলেই সবুজের কোল
কোথা পাওয়া যাবে?
(সমস্বরে) ভালো খুবই ভালো লাগছে।

BANGLADARSHAN.COM

ডাঃ : শুধু ওষুধ কি পারে, বিশেষত মনোরোগ!
সহায়তা করে, পূর্ণ সুস্থ হয়ে অনেকে ফিরেছে
সহাস্য সংসারে, আমি তালিকা দেখাবো।
বেয়ারা, লাগাও কুর্সি, লনের মাঝখানে–
চা না কফি? চাই দাও, আচ্ছাসে বানিও।
(দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সিলভার ওক আর সোনাঝুরি।
এখানে-ওখানে শিউলি, বকুল, মাদার
শিরীষ যুবক সেজে এখনো দাঁড়িয়ে
ইতস্তত।
গাছপালা, ভালোবাসা মাখা এই প্রান্তরের পাশে
ছোটো ছোটো বাড়িঘর, খেলার ময়দান
সাংস্কৃতিক মঞ্চ আছে, ধুলো বালিহীন
দক্ষিণা শহরে আছে বুকভরা বাতাস)
হেমেন : কীভাবে হঠাৎ আপনি এখানে এলেন?
ডাঃ : হঠাৎ ঠিক না। আমি মিশনারিদের সঙ্গে কাজ
করেছি বছর তিন। তারপর, ইচ্ছা হলো খুলি
নিজস্ব নার্সিং হোম। চমৎকার আবহাওয়া সাংগলির
তারপর ধীরে ধীরে ধীরে আজ এই থিতু হওয়া।
এখনো থামিনি, দুটি শাখা খুলে দিয়ে মারাঠী জেলার
মনোরোগীদের আমি প্রাণপণে করেছি
উদ্ধার। উদ্ধার বলেন যদি...
হেমেন : অতীন্দ্র লাগছে তো ভালো এই পরিবেশ?
খোলাখুলি বলো, যতদিন প্রয়োজন
আমরা এখানে থাকবো।
ডাক্তার বলবেন কতোদিন লাগতে পারে
মোটামুটি, সে হিসেবে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে
আমাদের। পিকো হর্ষ স্রেফ একা আছে
কলকাতায়।
(অতীন্দ্র সম্মতি দেয়, মাথা নেড়ে, বাক্‌স্ফূর্তি নয়।
কাছে দূরে চেয়ে আছে অত্যন্ত একাকী
নিভন্ত লণ্ঠন যেন, খসে পা বকুলের ফুলের মতন

BANGLADARSHAN.COM

অসহায় ছন্নছাড়া)

(ইলিশেগুঁড়ি শুরু হয়।

পদ্মমানের পাতায় হীরকচূর্ণের মতো পড়ে বৃষ্টিজল

কেঁচো মাটি ঠেলে ওঠে,

শাপলার পাতায় রঙিন মাছের ছানা কিলিবিলি করে

বেতের চেয়ার ঘরে ওঠে।

সেইসঙ্গে চারজন প্ল্যানেটোরিয়াম ঘরে উঠে এসে বসে

মুখোমুখি)

ডাঃ : এবার বলুন, প্রকৃত অসুখ কার? যথাসাধ্য হবে,

চেষ্টার থাকবে না ত্রুটি, শুধু সহযোগিতা আসল

রোগী যদি ইচ্ছা করে দু হপ্তায় সেরে যেতে পারে

নতুবা ওষুধ-পথ্যে কারো কিছু লাভ নেই।

বুঝে দেখতে হবে, সারবার কামনা আছে কিনা!

দূর থেকে এসেছেন, তাই করবো শুরু আজ থেকে

যদ্দিন বাঁচানো যায়।

BANGLADARSHAN.COM

অতীনবাবুর সঙ্গে আমি একা কথা বলবো,

আপনারা আসুন। ঘরে পৌঁছে দেবো ওঁকে

আধাঘণ্টা পরে, চিন্তা নেই।

(বকুল তলার বেদী। হেমেন্দ্র মনীষা

তার উপর বসে থাকে স্তম্ভিত পাথর

বকুলের ফুল ঝরে বিকেল বোঝাতে।)

হেম : শেষতক্ ও যে আসবে কল্পনা করিনি।

কাজের দোহাই পেড়ে টিকিট কাঁচাবে,

যেমন করেছে আগে বহুবার, মনে করে দ্যাখো

এবার অতীন্দ্র যেন সম্পূর্ণ আলাদা

মানুষ

মনীষা : বোধ করি জেনে গেছে, আন্দাজ করেছে

আত্মনির্বাসিত হতে এসেছে এখানে

এবং বলেছে, যদি হেম সঙ্গে যায়

তবে যাবো। নতুবা যাবো না

এতেও কি তুমি বলবে, অতী অতো নিচে

নামাতে পারে না মন?
এ তো শুধু মন নয়, দেহও জড়িত–
ভুলে গেলে?

হেম : হঠাৎ কী করে জানবো, জঙ্গলে হরিণ
পিছু পিছু ধাওয়া করে কতদূর গেছে!
ফিরে এসে দেখলো আমার যুগল নির্মিত
খাজুরাহো। তবু বলবো, অতীন অনেক
বিচক্ষণ বুঝে গেছে, ফেরার পথও বন্ধ
অন্ধকারে। একরাতে দুবার
নিজেকে আক্রান্ত করতে চেয়েছিলো
ভাগ্যি দেখেছিলে
নতুবা ধমনী কেটে ও নির্ঘাত আত্মঘাতী হতো
এ বরং ভালো হলো
সাপ মরলো লাঠিও ভাঙলো না!
ডাক্তারের সঙ্গে আজই পৃথক বৈঠকে বসতে হবে।
(বকুলের বেদী থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে
কৃষ্ণচূড়ার বেদী, বসে আছে অতীন্দ্র, ডাক্তার।)

BANGLADARSHAN.COM

ডাঃ : বিবাহ কদিন হলো আপনাদের?

অতী : মনীষাই জানে, আমি ঠিক হিসাবে পোক্ত না।
পিকোর বয়েস ধরে গুনতে পারা যাবে
এখনি দরকার?
তাহলে ওদের ডাকি? হেমেন্দ্রও জানে
জন্মাবধি বন্ধু হেম
আমাদের।
সুখে-দুঃখে বিপদে সহায়
সব সময়ের জন্যে।
কাজকর্ম ফেলে রেখে কে আর এখানে আসতো
হেমচন্দ্র ছাড়া?

ডাঃ : এক্ষুণি দরকার নেই। পরে জানা যাবে।
আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো আমি, ঠিকঠাক জবাব
আশা করি পাবো। আচ্ছা, আপনি কখনো

খোলা তরবারি হাতে বাগানে গেছেন?
দুরকম ফুল ছিলো গোলাপের, তার মধ্যে কাকে
আক্রমণ করেছিলেন, তা কি মনে আছে?

অতী : চিরশত্রু আমার ও লাল রং, রক্তবর্ণ জবা
তাকেও সংহার করি, নীলাভ প্রেক্ষিতে।
বাগানে সর্বদা থাকবে সুশীতল শাদা
আমি মনে করি, এ তো সহজ বাস্তব।

ডাঃ : কল্পনার রংও শাদা?
ভেবে কথা বলো।
বয়েসে অনেক ছোটো, তুমি বলা যায়?

অতী : নিশ্চিন্তে। বলুন।
আমার স্বপ্নের রং সুশীতল শাদা
মশারির ঘেরাটোপে আমি বন্দি আছি
কখনো বা মনে হয় ডিমের খোসার
ভিতরে আমার জন্ম, জন্মান্ধ যেহেতু
মনে হয়, শাদা এক নতুন কাপড়ে
লুকিয়ে আমার দেহ আছে কারো কোলে
চলমান, মাটি দিতে ফিরে যাচ্ছে পিতা
শোক গর্ভ।

BANGLADARSHAN.COM

ডাঃ : রাগ নেই কারো 'পরে?

অতী : রাগ দুরকম। একটি প্রাকৃত রাগ।
অন্য সংস্কৃত। কোন্ রাগ চাচ্ছেন আপনি?

ডাঃ : রাগ দুরকম হলো? তা বেশ, তা বেশ।
কারো 'পরে ক্রোধ নেই?

অতী : ক্রোধ? খুবই আছে। সবই নিজের উপরে।
অযথা সময়ে আসে, তখন সম্মুখে
যার উপর ক্রোধ হবে, সেই-ই পলাতক।
সেজন্যে নিজেকে মারি, যতো পারি, মারি।

ডাঃ : এভাবে কী যাবে দিন? কতোটা বয়েস
হলো আপনার, নিজের বয়েস কতো?

অতী : চল্লিশ ছুঁয়েছে আমার মনীষা তিরিশ

পিকো হর্ষ দশ আট। লিখেই রাখুন,
বার বার একই প্রশ্নে আমি বিচলিত
বোধ করি।

ডাঃ : কিন্তু করতে হবে, একই প্রশ্ন বারবার
পিছোলে চলবে না, তুমি রোগী মনে রেখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমেন : প্রকৃত কি ভালোবাসি মনীষাকে আমি
(স্বগত) নাকি নিদারুণ লোভে ওর গোটা দেহ
সর্বস্ব আমার কাছে! ধানাই-পানাই
করার বয়েস গেছে। এটুকু জেনেছি
(সম্ভবত) ও-ও জানে, ভালোবাসা নয়
ভালোবাসা নয় ঠুনকো পিরিচপেয়ালা
ভালোবাসা ইন্দ্রজাল অতীন্দ্রই ভাবে
বোকা, নপুংসক লোকটা, প্রেমের কাঙাল
প্রেম দেহ-ছেড়ে-ওঠা বেলুন আকাশে–
হতভাগা মনে করে, ক'রে দুঃখে থাকে
আমি যে হিমঘন নই, মনি ভালো জানে।
পকেটে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, মনিও দেখেছে
এখন নছোলা করছে–কী হবে, কী হবে
ন্যাকা, মেয়ে মানুষের এ হেন ন্যাকামি
অসহ্য আমার!
ওর হাত দিয়ে আমি অতীকে খাওয়াবো
নিশ্চিত নিশ্চিন্ত বিষ, ব্রহ্মাস্ত্র আমার
ঘুমের বড়ির সংখ্যা বাড়বে একদিন
সেদিন সমস্ত শেষ। শেষ খেলাধুলো
(হেম টস্ করে টাকা, সফল হয়েছে।
হাসতে-হাসতে পাগলের মতো ছেড়ে যায়
মঞ্চ, আলো, বেদী সবই। এখন দুজন
মনীষা ডাক্তার ছাড়া মঞ্চে কেউ নেই)

ডাঃ : কতোদিন হলো ঠিক বিবাহ হয়েছে

BANGLADARSHAN.COM

আপনাদের? তেরো, তাতে এতোই অতিষ্ট
হলেন কীভাবে আমি খণ্ড গল্প শুনি–
আমার সকল কিছু অত্যন্ত গোপন
গোপন রাখাই কাজ পুলিশের মতো–
(মনীষা সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক
তাকায়। তাহলে, হেম সমস্ত বলেছে?
বিশ্বাসঘাতক হেম! ডাক্তার আমাকে
একদিন সময় দিন, সব বলে দেবো।

ডাঃ : সময় একদিন কেন, একমুহূর্ত দেওয়াও যাবে না।
ব্যাপারটা বলুন, একটা হেস্তনেস্ত হোক।
হেমেন্দ্র কি ভালোবাসে অতীন্দ্রের চেয়ে
আপনাকে? কী মনে হয়, হেম কি সংসার
ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে, হেম কি নিজের
সংসার জাঁতায় ভাঙবে ডালের মতন
আপনার মনে কী আছে, করুন খোলসা
এবং এখনি আমি দুজনকে হাতকড়া পরাবো

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয় দৃশ্য

অতী : কী রোগ আমার? আমি নিজেই জানি না

ডাঃ : সে জন্যে এখানে আসা, সহযোগ চাই
সবচেয়ে তোমার বেশি। ওদেরও শুধবো
বিশেষত মনীষাকে।

অতী : আমাকে রেহাই দিন। পাগল রাখুন
আমৃত্যু আমায়। তাতে ক্ষতি নেই কোনো।
দোহাই আপনার, বেশি জিজ্ঞাসা ওদের
করুন, যে ভাবে চান, যতোভাবে চান।

ডাঃ : তা কী হয় ? তোমাকেই কেন্দ্র করে সব
আবর্তিত হবে। তুমি খুন করা দেখেছো?
(অতী কান বন্ধ করে
মুখ পাংশু হয়
বিপুল ব্যাথিত চোখ, মুখভঙ্গি ওর)

দেখেছো কী ভাবে পোড়ে ধূপ দেবালয়ে?

অতী : দেখেছি, লাগেনি ভালো, ভেবেছি দুদিকে
আগুন ধরানো ভালো, এতে কষ্ট কম।

ডাঃ : ধূপের দুদিক নেই, প্যাকাটির আছে

(মঞ্চের আলোয় ঘুরে এলো বেদী মনীষা হেমের)

হেম : ডাক্তার কদিন রাখবে এবং কীভাবে
অন্যায় আবদার তাঁকে করা যেতে পারে?
শুনেছি কঠিন লোক, সারাতে সক্ষম
বাতুল পাগল সবই ভুলে যাচ্ছে মনি
অতী তো পাগল নয়, অপরের মতো!
তোমাকে পাবার জন্যে ও খুন করেছে
হিমঘ্নকে। তার সাক্ষী তুমি।
বীঅরে মিশিয়ে বিষ ও খুন করেছে
মনে নেই? তারসাক্ষী তুমি! সেই থেকে কেমন অদ্ভুত
ধীরে ধীরে বদলে গেলো অতীন্দ্রের মন।
সংসার বেড়েছে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ বাড়েনি,
তোমাকে সন্দেহ করে বিষ দেবে বলে
সেবারে তো দিয়েছিলে, কার্যত ও দেয়।
পুলিশের হাত থেকে সেবার বেঁচেছো,
অধম বাঁচালো বলে, এবার বাঁচবে না
অতী সব বলে দেবে ডাক্তারের কাছে
ভেবে রাখো, সেজন্যে এসেছে

মনি : তবে, কী হবে হেমেন?

হেম : কিছু একটা করতে হবে,
রণকুশলীর হাতে ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে!

(মনি মাথা হেঁট করে বসে করে নিজেকে আড়াল
আলো থেকে সরে আসে আঁধারের দিকে)

BANGLADARSHAN.COM

জন্মদিনের মঞ্চে

মঞ্চের ভিতরে-বাইরে বাঁশ-ভারা, খসেছে প্লাস্টার
সর্বত্রই খসানো হয়েছে।
পুরনো নতুন হবে বলে এই মাত্র আয়োজন
মিস্তিরিরা দিনশেষে ফিরে গেছে ঘরে
একজন প্রান্তে বসে ছেনি ও হাতুড়ি
বাঁধছে পুঁটুলি করে, সব নিয়ে যাবে তুলে
এদিনকার মতো, কাজ বন্ধ।
মঞ্চে আলো আছে।
জন্মদিন উদ্‌যাপনে বসে আছে কবি
মধ্যে সভাপতি, আর দুজন দুপাশে
বক্তা, কবিবন্ধু আর মাইকে ঘোষণা :
৫০ বছর পূর্তি, এই অনুষ্ঠানে
স্বাগত জানান সভা, মাল্যদান হলো।
প্রিয় গায়িকার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত
গাওয়া হলো, বক্তারা প্রস্তুত
১ম বক্তা। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ
এই সভা। বলার বিষয় :
৩০ বছর বয়সী কাব্যসাধনায়
আজকে দাঁড়িয়ে কবি
এই শতাব্দীর সব থেকে কনট্রোভার্সি যাঁকে নিয়ে, তিনি।
প্রথম যুগের এক লিরিকধর্মিতা
এখনো হৃদয়ে বাজে
বাংলার কাব্যমঞ্চে
দুই হাতে ঢেলে
দিচ্ছেন দৈনিক লেখা
অর্থের উদ্দেশে কখনো গমন নয়
কী কৃচ্ছ্রসাধনে এতাবৎকাল
কাটিয়ে পৌঁছান কবি ৫০ বছরে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম পর্যায়ে দেখি, এক কিশোরীর
অনবগুণ্ঠিত মুখ, আপন গরবে
গরবিনী, যুবক কবির
প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিন্নভিন্ন
পরন্তু যখনি সাক্ষাৎ-সমীপে যায়
তখনি বিদায়...

জনৈকা। মিথ্যে কথা [প্রেক্ষাগৃহ থেকে
জনৈকা দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে]
কবিরা ভীষণ মিথ্যেবাদী
আমার বাসায় যেতো সপ্তাহে দুবার
কখনো-সখনো বেশি
কিছু কথা হতো কিন্তু সে কথা তো শুধুই মামুলি
কলেজের পড়াশুনো নিয়ে কিছু কথা
অবশ্যই হতো, কিন্তু সে তো অস্পষ্টতা
কখনো বুঝিনি ওকে কাঙাল করেছে
আমার উদ্দেশে প্রেম
ভালো ছেলে ছিলো, জানি
বৃত্তিভোগী ছিলো
আমি সাধারণ মেয়ে
কোনোভাবে পাশ করেছি কলেজে-স্কুলে
অতি সাধারণ
মোটা দাগে রুচি ছিলো
থিয়েটার ছবিতে গিয়ে তৃপ্তি হতো খুব
সাজতে ভালোবাসতুম আর ও করতো রাজনীতি
সমাজসেবায় আসতে বলেছে কখনো
আজ ঠিক মনে নেই
তিরিশ বছর!
তিরিশ বছরে মন বেশ বদলে গেছে
কী যে কোথা থেকে হলো বুঝিনি সঠিক
আন্দোলনে জেলে গেছে কিছুকাল হলো
একে তাকে শুধিয়েছি, খবর রেখেছি

BANGLADARSHAN.COM

ভদ্রলোক যতটুকু রাখে
একবিন্দু বেশি নয়।
মাঝেমধ্যে দেখা তারপর
আমার পৃথক প্রেম অংকুরিত হলে
ওর জন্যে কষ্ট হতো
কেননা শুনেছি,
শুধুই আমার জন্যে তছনছ করেছে
জীবনযাপন, বৃত্তি, লেখাপড়া সবই–
কবি বনে গেছে আর লিখেছে সুন্দর
দোষারোপ করে।
কিন্তু আমি কীসে দোষী?
আপনারা বলুন।

কবি। আমি বলি অনসূয়া
কোনো দোষ নেই, আজ অন্তত তোমার
আমি দোষী হয়ে আছি
সকলের কাছে
তোমাদের

BANGLADARSHAN.COM

জনৈকা। এ তো ছেঁদো কথা কইলে
এড়ালে আমার
অভিযোগ।
অথচ কীভাবে সহস্র অজস্র পদ্যে
অভিযুক্ত করেছো আমাকে–
মনে পড়ে?
কটকে হয়নি দেখা
তুমি গেছো সংবাদ আসেনি
হয়তো ভেবেছিলে আসবো
দুচোখের দেখা দেখে যাবে
ডেকে কথা কইবে না কিছুতে
এতো অভিমান?
কার উপর অভিমান
সে তো কিছু জানলো না প্রকৃত

তবু সে সন্ধান করে গেছে
খুঁটে খুঁটে দেখেছে কবিতা
কবিতার মধ্যে মূর্তি কখনো-সখনো।
সত্যি কথা বলি নিরুপম
আমাকে চাওনি তুমি, কবিতায় আমাকে চেয়েছো
এ তো খুব শ্লাঘনীয় আমার নিকটে
আমি তো পেয়েছি খুব, জীবনে অঢেল
প্রকৃত আমাকে পেলে তুমি তো লিখতে না
কিছু, যা আমার নেই তাকে নিয়ে
এ যে কতো পাওয়া!
যে বোঝে না সে খুবই দুঃখিনী।
মনে হয় নিরুপম, এর মতো সুখ
জীবনে কখনো পাইনি
মনে হয় নিরুপম এমন দম্ভও
জীবনে কখনো পাইনি।
সুখে আছি, তুমি তা বুঝবে না।

BANGLADARSHAN.COM

কবি। তুমি বলো, আমি বুঝতে চাই
তুমিই এগিয়ে এসে ডেকে দেখা করেছিলে
দুবছর আগে
পরিতৃপ্ত হাসি হেসে বলেছিলে, রহস্য জমুক।
পঁচিশ বছর বাদে কেন এই ডাক?
কোনই কারণ নেই, শুধু দেখতে চাই
তোমায় দেখাতে চাই অনুসরণ করি
সাগ্রহে তোমার পদ্য।
বলো খুশি হলে?
কী সুন্দর সেদিনের সন্ধ্যা কেটেছিলো
সহজে শুধিয়েছিলে, ভুলে গেছি কিনা
ভোলা যায়? মনে জানতে ভালো–
ভোলা অসম্ভব।
তারপর একদিন দক্ষিণ শহরে
হঠাৎ তোমার দেখা

সমস্ত ওজোর অগ্রাহ্য করেই বললে, চলো বাড়ি চলো,
দেখে আসবে সবকিছু।
কী আছে দেখার? এ-প্রশ্ন এলেও তাকে
দূরে রাখা গেছে।
গিয়েছি তোমার সঙ্গে
স্থির পিছু পিছু
মন্থর হয়েছো, তবু কৈশোর মায়ার
রেশ রয়ে গেছে দেহে-মনে
আমিও পেয়েছি টের ভিতরে-ভিতরে
কীসের তোলপাড় হয়
কোন্ গন্ধ বাতাসে ছড়ানো?
বলেছিলে, দেখা হতে পারে
অনায়াসে চলে আসা যায় ইচ্ছা করলে যে কোনো সন্ধ্যায়
আড্ডা মারা যাবে।
কথাও দিয়েছি...
এখনো লোভের মৃত্যু হয়নি ভিতরে
তাই যেতে ভয় পাই।
দেখা হলে রাস্তায়
এখনো বিদ্যুতে মেঘ ফালা ফালা হয়ে উঠতে থাকে
বয়েস যথেষ্ট হলো, তবু কাঁপে মন
একবার যদি মুখ দেখি

জনৈকা। এ তোমার বাড়াবাড়ি,
বুড়ি হয়ে গেছি, কী আছে আমার আর?
তোমার নির্মাণ সবই
নির্মাণের সঙ্গে কোথা মেলে
আজ এ-মুখের, বলো নিরুপম
আতিশয্য নয়!
স্পষ্ট করে কিছু বলো আমি শুনতে চাই

কবি। সেদিন শোনোনি

জনৈকা। তুমিও বলোনি কিছু।
ভালোই করেছো।

BANGLADARSHAN.COM

তীব্র কষ্ট পেয়েছিলে একা একা,
বিষণ্ন পাথরে
ধাক্কা লেগে লেগে হয়তো পাথর হয়েছো
রক্তাক্ত পাথর

কবি। সেই পাথরের কাছে আজ কী আশায়?

জনৈকা। কোনো আশা নিয়ে নয়
শুধু দেখবো বলে অনুষ্ঠান
আর যদি পড়ো কয়েকটি কবিতা
তাই শুনবো বলে এখানে এসেছি।
চুরি করে কণ্ঠস্বর শুনেছি তোমার
সভা সমিতিতে গিয়ে। সে সব জানো না
ইচ্ছে হতো মাঝেমধ্যে, কথা কয়ে আসি
কিন্তু, যদি নামই চেনো এই ভাবনায়
স্থগিত ইচ্ছাটি বয়ে ঘরে ফিরে গেছি
একা একা
কণ্ঠস্বর তাড়া করে ফেরে, বিপর্যস্ত গেরস্থালি
তারই মধ্যে পাথরের মতো বসে
অতিদূরে রক্তাক্ত পাথর
কষ্ট পাও?

কবি। কষ্ট নয়, ভাবতে ভালো লাগে
এতোদিনে তুমি-আমি বিচিত্র মিলনে...
বিষণ্ন জীবননাট্য মিলনান্ত হলো আজ
অনুষ্ঠানে, পঞ্চাশ বছরে
[পুষ্পস্তবক হাতে আসে অনসূয়া, মঞ্চে]

BANGLADARSHAN.COM

আবার দোলের দিন, দু দশক পরে

আবার দোলের দিন দু দশক পরে

সেদিন চোখের সামনে ডি সি মাঠ, খাপড়ার বাড়ির
বস্তুত ছাঁচতলা দিয়ে বয়ে যায় রাস্তা মরামের
আঁকাবাঁকা রাস্তা, যেন বোড়া সাপ, দৃশ্যত পারগ
নয় রাগী ফণা তুলতে, কামড়াতে অথবা
বিষ ঢেলে দিতে...

আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।

সেদিন উঠোন ভর্তি রাঙা জল, পলাশ কুসুম
দেয়ালে রক্তের ছিটে, মুখশ্রীর উপরে সাবান
ঘুরেও পারেনি নম্র ব্রীড়া মুছে নিতে।
তারো পর, আবীর গুলালে
কেশপাশে বসন্তের হৈ হৈ মুরতি,

BANGLADARSHAN.COM

কপালে ভোরের বালু, চিবুকে কস্তুরী–
মুখগহ্বরের গন্ধে সন্দেশ লুটোয়।

–সুমিষ্ট চম্বন সেই সন্ধ্যা দিয়েছিলো
বারবার দিয়েছিলো, যেন বোড়া সাপ,
সর্বস্ব জড়িয়ে মুখে দিয়েছিলো মুখেরই চুম্বন,
বুকের সুগন্ধ কৌটো খুলে দিয়েছিলো বাস নিতে,
মর্মর উঠেছে বনতলে নষ্ট শ্বাপদের পায়ে–
কী বাস নিয়েছে যুবা চেতনারহিত!
কানে-কানে কথা, আজ মনে নেই, কিছু মনে নেই
অন্ধ ও বধির মন–কিছু মনে নেই?
–কিছুই রাখে না, রাখা, তেমন জরুরি নয় ব'লে
রাখে না কিছুই, রেখে লাভ আছে? সুখ-স্মৃতি ছাড়া?
অথবা, বোড়ার বিষে জর্জর, মোহন
পিপাসা, যা অনায়াসে গণ্ডূষে তরঙ্গ পান করে।

তৃষ্ণা কি তাতেও মেটে? বেড়ে যায় নাকি?

আর বাড়ে স্মৃতিতে আগ্নেয়
গিরির প্রণতি আর গুরুগুরু মেঘ কাকে ডাকে?

আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।
এবার পর্বত নয়, ঝর্না নয়, জঙ্গলের জল
দুহাতে পিছনে ফেলে পথের সাঁতার—তাও নয়,
এবার গঙ্গার তীর ধরে-ধরে শহরতলির
কৃষ্ণচূড়া ভেদ করে করেছি উন্নত
মাথা, কিংবা মনে নেই, খুঁড়েছি ময়দান
অর্থাৎ ময়দান ফুঁড়ে গিয়েছি দক্ষিণে...

চাঁচড় দেখেছো তুমি? ভূতচতুর্দশী?

তবে, ঠিক বোঝা যেতো গিয়েছি কীভাবে।

এই প্রথা, এদিকেও আছে
'হোলি হ্যায়' দেশে আছে, এদিকেও আছে।
বেলকাঠে জোতা হতো পলের আদর,
আবার বাস্না দিয়ে বেঁধে সেই ভূতের প্রকৃতি
পাটকাঠি দিয়ে অগ্নি তখনই ধরানো।
আরো আছে, রংমশাল ফুলঝুরির রাশ
সেই ভূতে গুঁজে দেওয়া, শব্দের মশলা,
ধূপ ও গুগ্গুল রাখা বক্ষে ও কোমরে,
দু চোখে পরানো দুটি কাঁচা বেল ফল...
এইভাবে,
ভূতচতুর্দশী রাত যখন ফুরোবে
তখন পূর্ণিমা।

বাল্যকাল, দোলমঞ্চ সব মুছে গেছে
বাসি পলাশের ফুল, তেপল্তে, মাদার
কিছু আছে, তবু, কিছু আছে।
ফুলের পতাকা আজো শহরের গাছে—

BANGLADARSHAN.COM

কিছু আছে।
সবাই চুকিয়ে পাট যায়নি এখনো
ঠিকে-ঝির মতো।
বাসন-কোসন আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
কলতলায়, পেছল মেজেয়
কলকাতার গাড়িগুলি কিম্ভূত সেজেছে
বড়বাজারের কানাগলিতেও রাজপুতানার
ঘাঘরা নাচে, ময়ূরবিহীন
পেতলের পিচকারি রাজপুতানীর হাতে
হয়ে ওঠে অসির ঝনঝনা
অম্বর-প্রাসাদে যেন হোলি-খেলা হয়!
আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।

রক্তপাত হয়ে গেছে এবার ফাল্গুনে
না, শুধু অরণ্যে নয়, ফুলমঞ্চে নয়,
মানুষের কাঁচা রক্তে ভেসে গেছে নদী
শিশু ও নারীর রক্তে ভেসে গেছে নদী
তাই, বান-বন্যা দেশে, এতো অহরহ!
কার রক্ত নেবে গঙ্গা, কার রক্ত নয়–
এ নিয়ে সংবাদপত্রে ছুঁৎমার্গী লেখা
প্রকাশিত হতে পারে, প্রকাশিত হয়।
আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।

অবনীর বাড়ি যেন, বাড়িখানি এই
মধ্যমাঠে, চরের মতন, হঠাৎই উঠেছে
টিকটিকি উইপোকা এখনো আসেনি
বাড়ির দখল নিতে, বাড়িখানি এই
মুথা নালিঘাস চেপে গজিয়ে উঠেছে।

মেঘের মতন মোষ চতুর্দিকে চরে,
জ্যোৎস্নার ভিতরে বালিয়াড়ি দূরে অন্যান্য দেয়াল,
জলায় কচুরিপানা ফণা তুলে সাপের মতন
কেবল বাতাসে দোলে, দোল খায়, দোল খেতে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

ভয় চতুর্দিকে, যেন ভয় চতুর্দিকে,
ভয় দেখায়...

তামা ও ভরণে মেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে
আবীরে গুলালে মেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে
আমাদের দুজনের দুটি হাত ধ'রে
আমাদের দুজনের চার হাত ধ'রে
জ্যোৎস্নার ভিতরে টানে।
সে-টান সমগ্রে এসে লাগে আর সমগ্রকে খায়
খসে যায় বাঁধা চুল, ডালে ফুল, খসে যায় পাতা
কী আনন্দে চোখ থেকে জল ঝরে আঠার মতন
কী আনন্দে বুক ভরে বৃষ্টি পড়ে আঠার মতন
দুটি ছোট মুষ্টি কেন মন্বন্তর খোঁজে?
দুটি ছোটো হাত কাঁপে বড়োর ভিতরে,
বড়ো-র অরণ্যে কাঁপে ছোটো গাছপালা,
কষ্ট হয়, সুখ হয়, দেহে-দেহে সর্বনাশ হয়, হতে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার

দিনগুলো সেই স্মৃতির ঘোড়ায় ছুটছিলো আর ছুটছিলো না
কখন কোথায় থামছিলো তার নিজের ঘোরে
থামছিলো আজ মাঝ-সড়কে, কাল থেমেছে গাছের নিচে
আগামী কাল থামবে, নাকি থামবে না–তা তার অজানা।

তোমার কথা পড়তো মনে, পড়বে না তার কারণ তো নেই!
কিশোরবেলার দরজা সে তো একটি পাল্লা বন্ধ রাখতো
ওপার থেকে একটি মুখের অবগুণ্ঠনমাত্র খুলে
একটি দুটি দয়ার বাক্য, আবছা কিছু বর্ণমালার
পাঁচটি মিনিট, সঠিক স্বর্গ...পায়ের নিচে ঘুরছে সিঁড়ি
নামতে হবে, নামতে হবে, তোমার হাতে সময় তো নেই!
আমার ছিলো একটু সময়, তাই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলুম
বন্ধ হয়ে গেলেও আমি তন্মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছিলুম
আমার ছিলো একটু সময়, তোমার হাতে সময় তো নেই!
এইভাবে দিন খোঁড়ার মতন চলছিলো, কি চলছিলো না
এইভাবে 'সে' সেই কথাটি বলছিলো, কি বলছিলো না
কার কী আসে? কার কী-বা যায়? কার ফেনা ঢেউ কোথায় মিলায়–
কেউ কি জানে?
সেই কথাটি সত্যিই অনর্থ আনে–
কেউ কি জানে?

শহর তখন ফুটছে কড়ায় খই-এর মতো
খুঁটছে বুড়ি ঝিনুক দিয়ে পান-ঘামাচি
বেঁচে আছি, বেঁচেই আছি।
গলির থেকে গলগলিয়ে নামছে লাভা
গঙ্গানদী কোল দেবে, তাই থাকছে কাছে
কাক কালো ঠোঁট ফাঁক–দেখাচ্ছে খরার আগুন
তার মাঝে প্রেম ডাক ছেড়ে ঐ কাঁদতে বসে
দাবায়-দাবায় চোখের জলে তুচ্ছ ফোঁটা
পুচ্ছ নাচায় তৈরি ফিঙে ঝোপের নিচে–

BANGLADARSHAN.COM

অবস্থা এই, মজারু–তার মজাও আছে
আমার কাছে দেশের দুঃখ ভীষণ বড়ো
কিন্তু, চোরাই ঘুণ ধরেছে বুকের মাঝে
আশপাশে চাই, চক্ষু ফেরাই, বৃষ্টি পড়ে...
এই পুড়ন্ত শহরে ছাই, বৃষ্টি পড়ে...
বৃষ্টি পড়ে পোস্টারে, আর বিপ্লবে লাল
ফেসটুনে রোজ বৃষ্টি পড়ে
কাকভেজা তার মনপবনে বৃষ্টি পড়ে!
পড়ছে পড়ুক
ভরপোয়াতির উবদো পেটে নড়ছে নড়ুক
ইশতাহারের মধ্যে 'বদর বদর' ধ্বনি
সামনে কি জল, সামনে কি ঢেউ, সিন্ধুশকুন?
ভরপোয়াতির মাথায় উকুন
দুহাত লুলা, কে পরচুলার যত্ন করে?
অপেক্ষা তাই, যে আসছে তার দমকা ঝড়ে
উড়বে, উড়ুক।

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো কিছুই উড়লো না, বা উড়লো কিছু
হয়তো কিশোর প্রৌঢ় এখন, মুখটি নিচু
তোমার কি আর বয়স হলো?
ঠিক ছিলো যে থাকবে ষোলোয়
থাকবে থেমে
পায়ের নিচে সেই তো সিঁড়ি
আসবো নেমে
সেই সেদিনের মতন, একটু থেমে-থেমে
থেমে-থেমেই
আসবো নেমে।
শুনতে পেলুম, তিন শতকের পর ডেকেছো!

বয়েসটা তো কম হলো না
পৌঁছেছিলাম গুলমোহরের পাশটি ঘেঁষে
রাস্তাগুলোর পিচের কালো

এপাশ-ওপাশ ছিটকে গেছে
আকাশে নেই তেমন আলো
দেখতে ভালো, শুনতে ভালো
তেমন আলো নেই আকাশে

বাতাসে কোন্ গন্ধ পেলুম?
বাতাসে সেই গন্ধ পেলুম
সেই সুবাতাস

হারিয়ে গেলো সেইই চেনা-পথ
কোন্ চেনা পথ?
গিয়েছিলুম একদা, এক সন্ধেবেলায়
গিয়েছিলুম—তোমার দেখা পেলুম নাকি?
ঘরের মধ্যে একটি ঘরে অন্য আলো!
আলোকময়ী, তোমার মুখের প্রদীপখানি
জ্বলতে-জ্বলতে নিভলো কখন?
কখন জানো?

BANGLADARSHAN.COM

সামনে বসে, বেতচেয়ারে, মধ্যিখানে বেতের টেবিল
মাথার উপর একলা বাতি
আর যারা সব অন্যঘরে।
তুমি আমায় বললে, ভালো—
কথাটি শেষ করলে না আর, মুখটি নিচু
বলছি আমি, সত্যি ভালোই—কথাটি শেষ, গাছ মুড়োলো
নটে গাছটি।
সন্ধেবেলায় ওইটুকুনিই শেষ উপহার
আর কিছু পাই, না পাই আমি বেঁচে থাকবো
আর কিছু পাই, না পাই আমি সুখে থাকবো...সুখে থাকবো।

ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে

গাছের ভিতরে কিছু ভেদাভেদ আছে।

শালের জঙ্গলে নেই অন্য কোনো গাছ
তা কি শুধু শোভা, শুধু সৌকর্য একক,
নাকি শাল অন্য কোনো সংস্রবে বাড়ে না,
একাকী জঙ্গলে বাড়ে, মরেও একাকী।
শুধুই বার্ধক্যে নয়, বাজ প'ড়ে মরে
তখন ধূপের গন্ধ, ধুনো গন্ধে ঘোর
জঙ্গলে পুজোর ঘণ্টা বেজে ওঠে ধীরে–
ঝাঁঝর-কাঁসর বাজে, চালচিত্র দোলে,
পাথর-প্রতিমা সুদ্দু দুলে ওঠে মোহ।
কী মায়া লেগেছে ঐ নীলাঞ্জন-ছায়ে–
মাঝে মাঝে লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

গাছের ভিতরে কিছু ভেদাভেদ আছে
জানি। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ আছে,
খাদ্য ও খাদকে কিছু ভেদাভেদ আছে,
ভেদাভেদ কোথা নেই? আছে সবখানে।

মানুষের মধ্যে আমি ঘুরেছি অনেক
সেই শিশুকাল থেকে বয়ঃসন্ধি-তক।
অনেক দেখেছি আমি–ঘরে ও বাহিরে
কিছু মনে আছে তার, সমস্ত ভুলিনি।
ভুলিনি বলেই কিছু ব্যবহার আছে–
এলেবেলে, যুক্ত নয়, সম্পর্করহিত,
সৌজন্যমূলক কিছু, কিছু আন্তরিক।

মানুষের মধ্যে আমি ঘুরেছি অনেক,
সেই বয়ঃসন্ধি থেকে প্রৌঢ়ত্ব অবধি।
দেখেছি, মানুষ কিছু কাছে এসে গেছে,
কিছু দূরে চলে গেছে ঢেউ-এর নিয়মে।

আসা-যাওয়া, জানি আমি, অমোঘ দর্শন
মধ্যবর্তী কাজ কিছু করে যেতে পারা
যথেষ্ট, যথেষ্ট–বলে জীবিতেরা হাঁকে।

যতক্ষণ কণ্ঠস্বর যাবত নিশ্বাস...
কিন্তু, কোন্ কাজ তাকে করে স্মরণীয়
এমনও কি নিজগৃহে, নিজের পল্লীতে,
সেকি আগেভাগে বলা কোনো দিন যাবে?

যাবে না বলেই তাস অন্ধকারে খেলা
হতে থাকে দেশ জুড়ে, ফলের প্রকৃতি
যদিও বা জানা যায়, কেমন আকার
শেষমেশ নিতে পারে, তা কি জানা যাবে?

বিশেষত সূচনায়, মধ্যদিনে, সাঁঝে,
গভীর রাত্তিরে নয়, ঝরে গেলে নয়,
ঝরা মানে, তার সব সম্ভাবনা শেষ–
স্থগিত-বর্ধন, মৃত্যু, শেষাকার নেওয়া!
তখন, অবশ্য, বলা যায় সে কেমন,
কী ভাবে এমন হলো, তাও বলা যাবে।
অন্তত, সে-চেষ্টা শুধু মানুষেই করে,
অন্য কোনো প্রাণী নয়, উদ্ভিদেরা নয়,
ওরা ভেদাভেদ করে অচেতনভাবে।

শিক্ষাদীক্ষা নাই-ই থাক, স্পষ্ট নীতি আছে,
সে-নীতির স্পর্শ পায় গুল্ম ছোটগাছ
বড় গাছ থেকে, সিংহ আক্রমণ করে–
নিতান্ত হিংস্রতা থেকে নয়, শুধুমাত্র ক্ষুধা থেকে।

মানুষ সুরক্ষা করে গুদোমে-গোলায়
ধান চাল ও সুকীর্তি, ব্যাংকে টাকাসিকি।
গাছের শিকড়ে শুধু মাটি লেগে থাকে,
ক্ষুরে ও থাবায় থাকে লেগে জলঘাস–
বাঘের মস্তিষ্কে কোনো হরিণীর স্মৃতি

BANGLADARSHAN.COM

আর কিছু নয়, ওরা চায় না মুনাফা,
কেনা-বেচা বলে নেই ওদের বাজারে,
দোকানে ভেজাল নেই খাদ্যাখাদ্যে কোনো
ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে
ঝর্নায় জঙ্গলে।
না, কোন শহরে নয়, ঝর্নায় জঙ্গলে
ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

যাওয়া যায়?

–এসো, দীর্ঘদিন পথ চেয়ে বসে আছি
তোমার সময় হলো এতোদিনে
আসার সময় হলো এতোদিনে
কতোদিন গেছে, তাও জীবন্ত রেখেছি
দ্যাখো, মুখখানি দ্যাখো, দেখে তৃপ্তি পাও
–তৃপ্তি পাবো? একী বলছো অনুরাধা
সৌমিত্র হঠাৎ মৃত, তা শুনে স্খলিত
হয়ে গেছে প্রাণমন, জানি না কীভাবে
মৃতের যাবার কথা দুঃখে বলা যাবে
তোমায়? অথবা কথা বলি মনে-মনে
এভাবে যাবার কথা ছিলো না গোপনে
সৌমিত্রর।

BANGLADARSHAN.COM

কথা হতো, তারই মাঝখানে
বেদনার্ত ছায়া এসে বসে যেতো কানে
যদি বলি, এ-বিষাদ কেন
এই অফুরন্ত রোদ, সমুদ্র সফেন
বাতাস বহতা, তবে এ-বিষাদ কেন
ও বলতো লাগে না ভালো আমার কিছুই
কিছুই লাগে না ভালো মরতে সাধ হয়
অকারণে।
–তাই মরে গেলো
মরার অসুখ নিয়ে জন্মেছিলো
–তাই সরে গেলো।
এখনো জীবন্ত মুখ ফুলের মতন
নিশ্চিন্ত, উদাস মুখ ফুলের মতন
স্পষ্ট ও সতেজ।
কিন্তু, তা কী করে হবে
ও তো দীর্ঘ মৃত!

আমায় দেখাবে বলে শুধু অনুরাধা
বাঁচিয়ে রেখেছে দেহ।
আমি দেখি, মনে হয় সৌমিত্র জীবিত
অভিমান করেনি কি কোনো একটি দিন
অপমান করেনি তো কোনো একটি দিন
সৌমিত্র জানতো সব, মেনে নিয়েছিলো
বলেছিলো, ইচ্ছা হলে তুমি চলে এসো
আমি আছি মাত্র কিন্তু গৃহটি তোমার
–তা কি হয়
–কেন বা হবে না? আমি বলছি হয়, হবে
অনুরাধা সুখী হয় তুমি এলে-গেলে
কেন বা আসবে না? আমি সমস্তই বুঝি
ভালোবেসেছিলে, কিন্তু অমিল অসুখে
ভুগে ভুগে মিলতেও পারোনি
আমি তোমাদের মন মেলাতেই চাই
দেহ নয়, দেহ শুধু সম্পত্তি আমার
বিবাহে পেয়েছি, তাই দেহ নিয়ে সুখী
দুঃখ, এ আমার সুখ
আমি জানি সীমাবদ্ধ কতো
–সৌমিত্র মহান তুমি, কতো বড় মন
বারবার ক্ষুদ্র হই তোমার সুমুখে
অনুরাধা বাঁচায়, এতো স্বাভাবিক সুরে কথা বলে যেন
কোথাও গরমিল নেই, অসম্ভব নেই
–সম্পর্ক বাঁচাতে আমি বলেছি অনুপ
সুসম্পর্ক কঠিন জিনিস
দেখো, অপমান যেন আমায় না লাগে
কোনোদিন।
তখন প্রকৃত মৃত্যু নিশ্চিত আমার
এসো সুখস্বর্গ ঘিরে তিনজনে বাঁচি।

বিবাহ বছর দুই, অনুরাধা হয়েছে জননী

BANGLADARSHAN.COM

আমি প্রায়ই যাই-আসি, শিশুটি হয়েছে ন্যাওটো ঘোর
–এখন খোকার জন্যে তুমি আসো-যাও
এভাবে সাজানো হলে গল্পটি একদিন
চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে
আর সাফল্য নিশ্চিত
–সৌমিত্র বদল হচ্ছে ধীরে ধীরে তোমার মনের
–টের পাচ্ছি
মনে হচ্ছে প্রায়
আমার সময় বেশি নেই
ভয় নেই, তুমি আছো
–আমি তো ছিলাম, আছি
কিন্তু কী নতুন তোমার বদল
কেন? টের পাচ্ছো কিছু?
–কী যেন হয়েছে, কিংবা হতেই চলেছে
যা রোখার সাধ্য নেই তোমার-আমার
অনুরাধা বিধবাই হবে।
এবং প্রকৃত ঘটলো সে ঘটনা, ভারি অকস্মাৎ
আকস্মিকভাবে হলো পথদুর্ঘটনা
সৌমিত্র নিধন হলো।
তারপর গল্প অন্যরূপ
অনুরাধা একা থাকে সপুত্র, বিদেশে
একা একা
যেহেতু সৌমিত্র নেই, যাওয়াও কমেছে
হয়তো অপেক্ষা করে আছে অনুরাধা
কিন্তু যেতে পারিনি এখনো
সেদিনের পরে যেতে পারিনি এখনো
যাওয়া যায়?

BANGLADARSHAN.COM

সুখে থাকো

চক্রাকারে বসেছি পাঁচজনে
মাঠে, পিছনের পর্চে আলো
অন্ধকার সন্ধ্যা নামে বিড়ালের মতো ধীর পায়ে
তুমি এসে বসেছো আসনে অকস্মাৎ।
হঠাৎই পথে ঘুরতে-ঘুরতে কীভাবে এসেছো
একেবারে পাশে,
তোমার গায়ের গন্ধ নাকে এসে লাগে
বৃদ্ধের রোমাঞ্চ হয়!
খুব ভালো আছো?
অন্তত এখন, তুমি?
তুমি ঠিক আছো?
না থাকার মানে হয়
বিশেষত যখন এসেছো
কৃপা করে।
কৃপা বাক্যবন্ধ তুমি কিছুতে ছাড়বে না!
ছাড়া যায়?
কিছুক্ষণ আছো?
হ্যাঁ, হাতে সময় আছে
তাই, পায়ে পায়ে
এখানে এসেছি চলে।
শুনেছি, সন্ধ্যার আড্ডা তোমার এখানে
যদি ভাগ্য ভালো হয়, দেখা পেয়ে যাবো,
ভাগ্য ভালো।
এমনিই এসেছি,
তোমাকে দেখার জন্যে আজ কটি দিন
কী ইচ্ছা করছিলো।
জানালে যেতাম।
কিছুতে যেতে না।

BANGLADARSHAN.COM

‘কাল আসবো’ বলে তুমি পালিয়ে এসেছো
সেই কাল কবে হবে? ভেবেছি তোমার
সময় অত্যন্ত কম,
আমি নিজে আসি।
আমার সময় আছে...দীর্ঘ অবসর!
চক্রাকারে বসেছি পাঁচজনে।
পাঁচজনের মধ্যে থেকে একা একা একান্ত দুজন,
পাঁচজন বুঝেছে সবই
নিচুস্বরে কথা চালাচালি করে যাচ্ছে অহেতুক শ্লথ,
পাঁচজনের মধ্যে থেকে একা একা একান্ত দুজন
অকস্মাৎ।

ধীরে ধীরে রাত বেড়ে যায়।
সন্ধ্যার আঁচলে মুড়ে করতল অন্য হাতে পায়–
করস্পর্শ।
পাখির পালক হাত খেলা করে কর্কশ মুঠিতে,
পাঁচজনে সমস্ত দেখে ধীরে ধীরে কোথা উঠে যায়
একাকী দুজনে রেখে।
চলো পৌঁছি দিয়ে আসি তোমার বাড়িতে।
যাবে?
কেন নয়।
চলো।

একগাড়ি আঁধার আজ দক্ষিণে দৌড়ায়
দ্রুত।
মনে হয়, গতি বড় দ্রুত বিদ্যুতের মতো!
কথা বলো।
কী কথা বলার?
আছে।
কাছে আছো, এ যথেষ্ট নয়?
যথেষ্ট যথেষ্ট।
আজ দিন বড় বেশি কিছু দিল।

BANGLADARSHAN.COM

সত্যি একে দেওয়া বলো এখনো তুমিও।

না বলার সাধ্য আছে?
বহুদিনই ভাবি, হঠাৎ চলেই যাই, গিয়ে দেখে আসি–
আছোটা কেমন?
কিন্তু, বড়ো ভয় করে
যদি তুমি কিছু ভাবো?
অন্যের সংসারে ও কেন হঠাৎ আসে?
সেই জন্যে ভয়,
জড়িয়ে যাবার ভয়,
মন্দ ভাগ্যে ভয়!
বড়ো দ্রুত যাচ্ছে গাড়ি সমূহ দক্ষিণে

গাড়ির আঁধার হলো হাসিতে উজ্জ্বল
এবং মধুর গন্ধ ছড়ালো বাতাসে।
আবাল্য তোমার কিছু পাওনা রয়ে গেলো।
আমি বলি শোধ হয়ে গেছে।
আজি, এইমাত্র, এই এতো কাছে পেয়ে
জীবনে এতোটা কাছে তোমাকে পাইনি,
একা বহুক্ষণ ধরে গাড়ির ভিতরে।

গাড়ি বাঁয়ে চলো, গাড়ি এখন দক্ষিণে
কিশোর প্রেমের মতো অত্যন্ত রঞ্জিত
এই সুসময় আজ দিনশেষে কেন!

মূর্ছার ভিতরে নেমে, দু'কদম গিয়ে
ফিরে এসেছিলে...
আজ নয়, অন্য একদিন।
আজ দরজা থেকে একা ক্লান্ত ফিরে যাও,
দুর্বলতা গলা টিপে আছে,
আজ নয়, অন্য কোনদিন
আমার সর্বস্ব নিও।
আজ নয়, অন্য কোনদিন...

BANGLADARSHAN.COM

তুমি হাত দুটি ধরে মুখমণ্ডলের
উপরে আগ্নেয় পাত কেন বা ঘটালে?
সর্বস্ব পেয়েছি আমি আজই, অকস্মাৎ।
সুখে থাকো, আমি ফিরে যাই
একা একা।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM